বক্তিয়ার বাবু

তপন রায়চৌধুরী

খুব বেশি কথা বলে মানুষটা। যে-কোনো বিষয়ে। ভুল হোক, ঠিক হোক, সে বলবেই। বয়োজ্যেষ্ঠ একজন বলে উঠলেন আড্ডার মধ্যে, তুমি বড্ড বেশি কথা বলো। সে বলে উঠল, স্যার, আমি কথা না-বলে থাকতে পারি না। সবাই হেসে উঠল তার কথায়। কেউ কেউ আড়ালে তাকে সবজান্তা বলেও আখ্যা দিত। হয়তো পাগলও বলে কেউ কেউ।

কিন্তু সে দমবার পাত্র নয়। কথা বলবেই।

এই তো সেদিনের কথা। চিকিৎসার ভুলে কিংবা গাফিলতিতে কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, এক নামি হাসপাতালে মৃত রোগীর দলের লোক প্রচণ্ড হেনস্তা করল দায়িত্বে থাকা একজন ডাক্তারকে। সেই নিয়ে গোলমাল, কাগজে বিস্তর লেখালেখি, টিভিতে হইচই, একেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড। অনির্দিষ্টকালের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ। কাগজের লোকেরা, টিভির লোকেরা সব হাজির ঘটনাস্থলে। সরোজ আর বাড়িতে থাকতে পারল না। সে ছুটল সেখানে। ওই ভিড়ের মধ্যে সে কথা বলল ডাক্তারদের সঙ্গে, তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনল। আবার, অন্যদিকে রোগীর তরফের বাড়ির লোক, পাড়ার লোকের সঙ্গেও কথা বলল। আর, একদিন নয়, পরপর তিনদিন সে এই কাজ করল। তারপর কিছু একটা ধারণা করল নিজের মনে। অর্থাৎ যেখানে সমস্যা, যেখানে হুল্লোড়, গোলমাল, সরোজ সেখানে। এটা ও নিজের উৎসাহে করে। হবি বলা যেতে পারে। সেসবই ফলাও করে বলছিল মানুষটা সেদিনের আড্ডায়।

বয়োজ্যেষ্ঠ তিমিরবাবু বললেন, 'তা, কী লাভ হল এতে তোমার?'

সরোজের সহজ উত্তর, 'সমস্যার কথা শুনলাম দু-তরফেরই।'

'কিছু সমাধান করতে পারলে?'

'তা কী করে করব?'

'তবে? তুমি তিন-চার দিন চাকরির জায়গায় ডুব মেরে মিছিমিছি সময় নষ্ট করলে তো!'

'মিছিমিছি কেন বলছেন স্যার। সবকিছুরই প্রয়োজন আছে।'

'আর, এই-যে তুমি তিন দিন কলেজে গেলে না, ছাত্রদের ক্ষতি হল না তাতে?'

সরোজ পেশায় শিক্ষক। কলেজে পড়ায়। যেমন তেমন মানুষ নয়। তবে ওই যে, সরোজ দমবার পাত্র নয়। উত্তর তার ঠোঁটের ডগায়, 'স্যার, তিনদিন না গেলে ছাত্রদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমার যদি অসুখ হত, তখন ...'

সবাই হেসে উঠল। তিমিরবাবুও হাসলেন সেইসঙ্গে।

তো এই হচ্ছে সরোজ। একজন আবার পাশ থেকে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা সরোজ, তুমি কোন দলের? নীল, হলুদ নাকি গোলাপি?'

সরোজের সহাস্য উত্তর, 'অতীনদা, আমি কোনো দলের নই। তবে হ্যাঁ, তাই যদি বলেন, আমি ন্যায়ের পক্ষে, দুর্নীতির বিপক্ষে।'

'তোমার দলের নাম কী?'

'আমার কোনো দল নেই। আমার কোনো দল হয় না। যদি হয়, কোনোদিন হবে। আপাতত একা আমি। একজনও নেই আমার পক্ষে।'

সবাই হেসে উঠল আবার।

'তাহলে সব দলেরই তো তুমি টার্গেট।'

'সেটা হয় না অতীনদা। একটা দলের বিরুদ্ধে আমি যদি কখনো কথা বলি, সঙ্গে সঙ্গে দুটো দল আমার পাশে এসে দাঁড়াবে, আমাকে সমর্থন করবে। তাহলে বুঝতেই পারছেন আমি একা নই সেই অর্থে। কেউ কিছু করতে পারবে না আমার। ডেমোক্রেসি চাই। নো ডিক্টেটরশিপ।'

অতীনবাবু বললেন, 'কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি কখনো?'

'কখনো কখনো সেটা হয়, তারপর মিটেও যায়।'

তিমিরবাবু বলে উঠলেন, 'এ ব্যাপারে তোমার যদি কোনো গল্প থাকে তাহলে ছাড়ো না দু-একটা।'

সরোজ হেসে বলল, 'আসলে কি জানেন তো, সব দলেরই ভালো গুণ আছে, আবার, সব দলেরই দোষ আছে। আমি গুণগুলোকে সমর্থন করি, দোষগুলোর প্রতিবাদ করি।'

তিমিরবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। এবার বক্তৃতা না দিয়ে গল্প বলো। তোমার গল্প শুনতে ভালো লাগে, অস্বীকার করব না।'

সরোজ হেসে বলল, 'এই তো স্যার, ধরুন না, কত বলব, একবার নীল পার্টি ভেবে ফেলল, তাদের লোক আমি। কারণ, তাদের অনেক ভালো কাজের প্রশংসা করেছি বিভিন্ন জায়গায়। প্রকাশ্যে। অনেকটা প্রচারের মতন। ওরা ভাবল, আরে তাই তো, এই লোকটা তো ভালো ক্যাম্পেনিং করে। আসলে তা নয়, আমি তো একটু বেশি কথা বলি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ফেলেছি অনেক কথা তাদের হয়ে। বিভিন্ন জায়গায়। ওরা ভাবল, আমাকে ওদের দলের সদস্য করবে। সব ঠিকঠাক। আমি তো তলে তলে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। কিন্তু চুপচাপ আছি। একবার হল কী, একটা ব্যাপারে ওদের দুর্নীতি নজরে এল আমার। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ। একেবারে প্রকাশ্যে, ভিড়ের মধ্যে। ওদের দলের একজন তো আড়ালে আমার হাতে একটু টিপে দিল। আমি তো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি,

কী ব্যাপার, আমাকে থামাবেন না, এসব হচ্ছেটা কী! সে তো চুপ মেরে গেল। আমি তো বলেই যাচ্ছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! এসব কি আর চাপা থাকে! একেবারে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেল খবর। আমার সদস্যপদ ঘ্যাচাং। এমনকী দল থেকে বহিষ্কার। আমার কী আর এল গেল। আমি তো তাদের দলে ছিলাম না কোনোদিন। কারুরই দলে নেই আমি।'

'তোমার ভয় করল না?'

'আমার স্যার ভয়ডরটা একটু কম আছে। তারপর শুনুন না, মজার ব্যাপার।'

'ওহ্! গল্প শেষ হয়নি এখনও?'

সরোজ হেসে বলল, 'এইসব গল্প কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়!'

তিমিরবাবু হেসে বললেন, 'বলো বলো, বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।'

সরোজ বলে চলল, 'এই ঘটনার কয়েকদিন পর বাড়িতে ফোন আমার।'

'কে ফোন করল?'

'জানি না তো। বলল, আপনি সরোজ রায় বলছেন? বললাম, হ্যাঁ বলছি, আপনি কে? বলল, আমাকে চিনবেন না আপনি। বললাম, সে তো বুঝলাম, কী ব্যাপার? ভদ্রলোক বললেন, সেদিন দারুণ বলেছেন আপনি। নীল পার্টিকে একেবারে শুইয়ে দিয়েছেন। বুঝলাম, সেদিনের ঘটনার ব্যাপারে বলছে। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, তা আপনি কোন পার্টির। বলল, আমি গোলাপি করি। একবার আপনার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হয়।'

সবাই হেসে উঠল আবার। তিমিরবাবু বললেন, 'তারপর কী হল সরোজ? দেখা করলে?'

'হ্যাঁ করলাম।'

'কীভাবে দেখা হল? তুমি তো চেনো না লোকটাকে।'

'সেও এক মজার ব্যাপার, স্যার। আমি লোকটাকে বললাম, তা কীভাবে দেখা হবে আপনার সঙ্গে? লোকটা বলল, ওই তো, আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকান আছে না, সবাই বলে ছুটুদার দোকান। অমুক দিনে সকালবেলা এতটার সময় আমি চলে আসব ছুটুদার দোকানে। আপনি চলে আসুন। বললাম, চিনব কী করে আপনাকে? লোকটা বলল, আমি একটা গোলাপি জামা পরে আসব। হাতে একটা গোলাপি রঙের ব্যাগ থাকবে, পায়ে গোলাপি রঙের জুতো।'

'তুমি গেলে?'

'হ্যাঁ, চলে গেলাম। কথা হল অনেকক্ষণ। ওদের দলের কথা বলল। একদিন ওদের পার্টি অফিসেও নিয়ে গেল। আলাপ হল অনেকের সঙ্গে।'

অতীনবাবু বলে উঠলেন, 'তুমি তাহলে এখন গোলাপির দলে।'

সরোজ হেসে বলল, 'ওরা বোধহয় ভাবছে তাই। কিন্তু অতীনদা, আমি তো বলেইছি, আমি কোনো দলের নই।'

'তাহলে ওরা যদি কোনো খারাপ কাজ করে, তুমি তার প্রতিবাদ করবে নিশ্চয়ই?'

'সে আর বলতে।'

তিমিরবাবু বলে উঠলেন, 'কিন্তু এভাবে কি চলতে পারবে সারাজীবন? তুমি তো সকলের শত্রু হয়ে যাচ্ছ।'

সরোজ বলল, 'দেখুন স্যার, আমি কোনো অন্যায় করছি না। আমার কোনো ভয় নেই। আমার কী ক্ষতি হবে বলুন। কে ক্ষতি করবে আমার? তাছাড়া ভালো কিছু দেখলে আমার মনটা যেমন ভালো লাগে, তেমনি খারাপ কিছু দেখলে আমি চুপ করে থাকতে পারি না। প্রতিবাদ করবই। এটা আমার স্বভাব।'

কেউ কিছু বলল না। একটু পরে তিমিরবাবু বললেন, 'তোমার বাড়ির লোক কী বলেন? মানে, তোমার বউ?'

সরোজ একগাল হেসে বলল, 'বাড়িতেও তো বকবক করি। বউ উঠতে বসতে বলে, এই শুরু হল, তুমি থামবে একটু। আমি ওকে বলি, বোঝানোর চেষ্টা করি, সবসময় বলি, সাদাকে সাদা দেখো, কালোকে কালো, নিজের বুদ্ধি খরচ করবে সবকিছুতে। কারুর কথায় চলবে না।'

'বউ কী বলে তখন?'

সরোজ হেসে বলে, 'কী আবার বলবে? বলে, বেশি জ্ঞান দিয়ো না, চুপ করে থাকো।'

'তোমার বাড়ির কথা তো শুনলাম, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন কী বলে?'

সরোজ হেসে বলল, 'ও বাবা! ওখানে তো শ্বশুরমশাই আছেন। পুরোনো যুগের মানুষ, রাজনীতি করতেন সিরিয়াসলি। তাত্ত্বিক রাজনীতিবিদ। আমাকে প্রায়ই বলেন, কীসব আজেবাজে বকছ। এই বই পড়েছ, ওটা পড়েছ। ওনার টেবিল বইপত্রে ঠাসা। আমি বলি, না পড়িনি। তখন বলেন, এসব পড়ো, তারপর বক্তৃতা করবে।'

'কী বলো তুমি তখন?'

'কী আবার বলব? শ্বশুরমশাই যে! চুপ করে থাকি।'

সবাই হেসে উঠল। সরোজও যোগ দিল হাসিতে।

অতীনবাবু বলে উঠলেন, 'আচ্ছা সরোজ, তুমি যে এত বকবক করো, গলায় লাগে না? ক্লাস নিতে গেলেও তো বকবক করতে হয়।'

সরোজ বেশ ভুরু নাচিয়ে বলে উঠল, 'এটা একদম ঠিক বলেছেন অতীনদা। আমার গলায় তো প্রায় সবসময় ব্যথা। চিকিৎসা করাচ্ছি তো। ভীষণ খুসখুস করে। ব্যথাও সেইসঙ্গে। ক্লাস নিতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন প্রবলেম হয় যে চুপ করে যাই কিছুক্ষণের

জন্য। ছেলেরা বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে। আমি তখন ইশারায় গলার সমস্যার কথা বলি।'

অতীন বলে উঠলেন, 'তা ডাক্তার দেখাও ভালো করে।'

সরোজ হেসে বলে উঠল, 'সেও এক মজার ব্যাপার অতীনদা। কয়েকজন ডাক্তারকে পরপর দেখিয়ে সেদিন একজন স্পেশালিস্টের কাছে গেলাম। আগের সব রিপোর্টগুলো নিয়ে।'

সবাই বেশ নড়েচড়ে বসল। সরোজ কিছু বললেই তো মজার খোরাক। অতীন বলে উঠলেন, 'তারপর? কী বলল?'

'আমি তো আগের সব কাগজপত্র ব্যাগ থেকে বার করে দেখাতে যাব, এমন সময় সেই ডাক্তার বলে উঠলেন, ওসব বার করতে হবে না। আমি দেখি আগে আপনাকে।'

'তারপর?'

'আমি তো সবকিছু রেখে দিলাম তখনকার মতো। সব দেখেটেখে ডাক্তার বললেন, এইসব টেস্টগুলো করিয়ে আনবেন। দেখলাম, ওর মধ্যে কিছু টেস্ট আমার আগেই করা হয়েছে। আমি সেই সংক্রান্ত কাগজগুলো বার করতে যাব, অমনি ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, ওসব আমি দেখতে চাই না, যা লিখে দিলাম সেই টেস্টগুলো করিয়ে আনুন আগে।'

তিমিরবাবু বলে উঠলেন, 'তারপর?'

'তারপর আর কি! আমি তো চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। আমার আগের রিপোর্টগুলো কেন দেখবেন না আপনি? ডাক্তার তো বলেই চলেছেন, ওগুলো দেখে কোনো লাভ নেই আমার। আমার তো চড়াক করে মাথায় আগুন জ্বলে গেল। বললাম, মানে? আপনি পাঁচশো টাকা ভিজিট নিচ্ছেন এমনি এমনি? আমার কথা শুনবেন না? আপনাকে দেখতেই হবে রিপোর্টগুলো।'

সবাই রুদ্ধনিশ্বাসে এবার সরোজের গল্প শুনছে। কেউ হাসছেন না একটুও। তিমিরবাবু বেশ কৌতূহল নিয়ে বলে উঠলেন, 'তারপর?'

'প্রচণ্ড তর্ক শুরু হল। ডাক্তার চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন, আপনি চলে যান, আপনার চিকিৎসা আমি করতে পারব না। আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, আপনাকে করতেই হবে আমার চিকিৎসা। চেম্বার খুলে বসেছেন, পাঁচশো টাকা ভিজিট নিচ্ছেন সকলের কাছে থেকে! এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছেন?'

একটু ঢোক গিলে অতীনবাবু বলে উঠলেন পাশ থেকে, 'তুমি বললে এসব কথা?'

'বলব না? পাঁচশো টাকা নিচ্ছে এমনি এমনি?'

'তারপর?'

'আমার চিৎকারে পাশের ঘর থেকে দু-জন সিস্টার ছুটে এল। তারা আমাকে থামাবার চেষ্টা করছে। আমিও থামব না। কথা বলতে বলতে আমি বাইরের ওয়েটিং রুমে এলাম।

সেখানে অনেক রোগী অপেক্ষায় ছিল। আমি চেঁচিয়ে তাদেরকে পুরো ঘটনাটা বললাম। এও বললাম, এই ডাক্তারকে আপনারা খবরদার দেখাবেন না। আমার চিৎকারে ডাক্তার, দু-জন সিস্টার বাইরের ঘরে চলে এল। ডাক্তার বলেই চলেছেন, আপনি চলে যান এখান থেকে। সিস্টার দু-জন তখন হাত জোড় করে আমাকে থামতে বলছেন। আমি সিস্টারদের বললাম, আমি ওপরতলায় নালিশ করব, ফোন নম্বর দিন, ইমেল নম্বর দিন। সিস্টার দু-জন প্রথমটায় ঠিক রাজি হচ্ছিল না সেসব দিতে।'

তিমিরবাবু একটু ধরা গলায় বলে উঠলেন, 'তারপর?'

'আমি চেঁচামেচি করাতে সব ইনফরমেশন বাধ্য হল দিতে।, আর মজার ব্যাপার, রোগীদের কাউকে কাউকে তখন চলে যেতে দেখলাম চুপিচুপি।'

এই পর্যন্ত বলে সরোজ থামল। আজ আর কেউ হাসতে পারল না, সচরাচর যা হয়ে থাকে। এমনকী কোনো মন্তব্যও নয়। সবাই চুপ করে গেছে সেই মুহূর্তে। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। সবাই এর-ওর দিকে তাকাচ্ছে আর মাথা নাড়ছে। সকলের দিকে একবার তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বলে উঠল সরোজ, 'মনে হয়েছিল, একটা যুদ্ধ জয় করে ফিরলাম সেদিন। পাঁচশো টাকা উশুল করে নিয়েছি আমি। আর আশ্চর্য, অত চিৎকার করেও গলার ব্যথা তখন বেশ কম মনে হল সেই মুহূর্তে।'